কবিতা গুচ্ছ

---- মুহাম্মদ সেলিম

দ্বিতীয় অধ্যায়

--- ঈশ্বর ---

সূচিপএ

দেবলোকে অনাচার
হেক্টরের বধ
ইশ্বর
ইশ্বরের কাছে চাওয়া
ইশ্বরের অশ্রু
ইশ্বরের স্বাক্ষাত
সুখের আশা
ক্ষমা
অধমের দুঃখ

দেবলোকে অনাচার

একদা শ্রাবণে বকুলের বনে
দেব'বর খ্যাত দেববরের নয়নে ;
আসিয়া ফাগুন ফুটাইল কড়ি
স্নানরত দীঘির জলে - বসন্ত কবরী ॥

দেবরথে দেববর নামিয়া মর্ত্যে
হংস রূপে দীঘির জলে ভাসিয়া সারথে ;
বিধাইল তীর বীণা সক্ষীপ্র হস্তে -
সুপুষ্পিত কুমারীর অপক্ক হৃদয়ে ॥

পুষ্পকুলের সৌধমণি
নয়নলোচনে ফুটিল বারি ;
কম্পিত অধরে অধর লাগি
শুষিল ঊষ্ণতা নিস্প্রাণ দীপাহারির ॥

রাক্ষস সত্ত্বা উঠিয়া জাগি
পুষ্পরে করিল বৃন্ত ছাড়ি ;
দেবদূর্গ উঠিয়া কাঁপি
অনাচারে গেল স্বর্গ ছাপি ॥

হেক্টরের বধ

বাঘ্র বাঘ্র খুঁজি , খুঁজিতেছে যম ;
কোথায় তুই বীরবাহু - কোথায় হে অধম।
পাপিষ্ঠা তুই তব - দুর্বলরে করেছিস বধ ,
তোরই রক্তে আজ হাত রাঙাবো - এ মোর শপথ॥

প্রাণবন্ধু মোর , কাল ছিলও আপনি সাথ ;
নিয়েছিস ওর প্রাণবায়ু - রাঙিয়ে তোর হাত।
বীরকুলের সৌধ তুই , বীরকুলপতি হেক্টর ;
রক্ত পিপাসায় সাগর ভাসাইয়া - খুঁজিব আমি সুখ তোর॥

সাহসা বাঘ্র দেখি সম্মুখ সমরে ,
ডাকিয়া দৈত্যকুলের সকল যমেরে ;
অ্যাকিলিস তব কহিল হাসিয়া হেক্টররে ---
দ্বন্ধ যুন্ধ করি তব , যমদেবী মোর সাথ ;
যাইব যমালোকে নয়তো রাঙাইব আপনি হাত॥

সমর সকল থামিয়া গেল , থামিল কোলাহল
দেব দূর্গ নামিল মর্ত্যে , করিতে তাহার ফলাফল।
সহস্র সৈর্ণ্যরাশি , সারি সারি দাড়িয়ে হায় ;
দেখিতে দুই বীরবাহু - কে কাহারে যমালোয়ে পাঠায়॥

নিশানা ঠিক করি নিক্ষেপিল শর - অভাগা হেক্টর।
দেবযোনী দেবপতির মায়াঘন বর - বিছাইল অ্যাকিলিসের উপর ;
নিশানাচ্যুত শর - তব আসিয়া পড়িল মর্ত্যের উপর ॥

অ্যাকিলিস হাসিয়া কহে ,
দেবকুল রয়েছে আপনি সাথ ; হাসোজ্জ্বল মোর বরাত।
অভাগা তুই আজি , বিছা তোর পুষ্পরাশি
- যব শুরু কর যমালোয়ের পাঠ ॥

সম্মুখে সমর রাখি ছুটিল হেক্টর ,
বীরবাহু অ্যাকিলিস ; ধাবিত হইল তাহার উপর।
লাফাইয়া উঠিল পরি , দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া শর ;
বিধাইল শরখানী , বিচ্ছিন্ন করিল কণ্ঠনালী -
অভাগা হেক্টর ;
নিস্প্রাণ দেহখানি রহিল পড়িয়া ধরনীর উপর ॥

ইশ্বর

স্বর্গ অধিকার করিব আজ, বিধাতারে করিব স্বর্গচ্যুর্ত।
সাজিব আজ ইশ্বর রূপে, স্বর্ব সৃষ্টি করিয়া পদলিত ॥
জীব প্রত্যাশায় আকুণ্ঠিত হইয়া ইশ্বরিকতায় স্বাধিব অধিকার।
ক্ষমতাচ্যুর্ত করিয়া বিধাতারে, পাঠাইব আমি দারে দার ॥

স্বর্গ অধিকার করিয়াই আমি বানাইব স্বর্গ মর্ত্যলোকে।
বিধাতার বিনাশ সাধিতে আমি ধ্বংস করিব স্বর্গলোকে ॥
স্বর্গ অধিকার করিতে আমি রাঙগিয়া দিব সূর্য্যটাকে -
বিলাব সুখ সর্বাএে, করিয়া ধ্বংস স্বর্গ-বিধাতা অতল অন্ধকারে ॥

ইশ্বরের কাছে চাওয়া

ইশ্বরের কাছে দু'ফোটা অশ্রু চেয়েছিলাম
--- পেলাম নারী ॥
ইশ্বরের কাছে এক মুঠো যন্ত্রনা চেয়েছিলাম
--- পেলাম ভালবাসা ॥
ইশ্বরের কাছে এক বুক আত্মনার্থ চেয়েছিলাম
--- পেলাম আশা ॥

ইশ্বরের অশ্রু

হায় বিধাতা ;
কী পাপ করিলা তব, মর্ত্যেরে করিয়া সৃষ্টি।
বির্সজিলা অধিকার মানবের তরে - কাদিয়া অশ্রু ঝড়াইলা বৃষ্টি ॥

মানব সন্তান আজ ;
স্বয় বিধাতা ; নিজে করে নব সৃষ্টি।
ভুলিয়া বিধাতারে - নিজেস্ব সগৌরবে ,
সুধায় শুধু একে অপরের অনিষ্টি ॥

হায়রে বিধাতা - অপরূপ তার সৃষ্টি।
বসিয়া উচচাকাশে , স্বর্গের সুউচচাসনে - সুধায় নিজেস্বতাকে ,
মর্ত্যেরে দিয়া অবাক দৃষ্টি।
ফেলিয়া দ্বীর্ঘশ্বাস - করিয়া আত্তনার্থ , বজ্রাসরে -
বলিয়া উঠে হায় ; এতো আমারই সৃষ্টি ॥

ইশ্বরের স্বাক্ষাত

যেতে যেতে হঠাৎ করে
দেখা হয়ে গেল ইশ্বরের সাথে -
কী করে চিনলাম তাকে ??

সে এক বিশাল জিগাসা
জনে জনে জিগাসিয়াও আমি
সদ্দোওর পাইনি কোন -

অনুভব করেছিলাম সেই ইশ্বরের ঐশ্বরিকতাকে
দেখতে পেরেছিলাম , হাত-পা বিহীন এক আলোকপিন্ড -
যে কষ্ট দিয়ে ফিরছে মর্ত্যের দ্বারে দ্বারে ॥

ইশ্বরকে সহজেই চিনা যায় -
সে কষ্ট দেয় , যে দু:খে অভ্যস্ত ;
সে আনন্দ দেয় , বিলাসিক-আভিজাতিক সমাজকে ॥

ইশ্বরের প্রথম দেখা পেলাম সেদিন -
দেখতে পেলাম এক নগ্ন পাচ-সাত বয়সী কিশোরীকে ,
রাস্তার আর্বজনা ঘুটে খাবার খুজছিল অপরানহের আলোতে ॥

ইশ্বর ছিল ঠিক তার সম্মুখে -
লেড়িয়ে দিল রাস্তার এক নেড়ি কুকুর ;
কেড়ে নিল সেই কিশোরীর মুখের গ্রাস ॥

ইশ্বরের দাম্ভিকতা তাতেও সন্তুষ্ট নয় -
শেষ বিকেলের বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল তাকে ;
পৌষের রাতের হিম হাওয়া নগ্ন নিত্য শুরু করল তাকে ঘিরে ॥

ইশ্বরের অট্টোহাসিতে কেঁপে উঠল তখন স্বর্গরাজ্য -
একটু উষ্ণতার আশায় ব্যকুল হয়ে আশ্রয় খুঁজছিল অভুক্ত
কিশোরীটি ॥

কিন্তু ইশ্বরতো স্বর্বএ ,
সমস্ত রাত্রি জুড়ে ইশ্বর তাকে ঘিরে রাখল
কনকনে হিমেল কুয়াশায় আবদ্ধ রেখে -
উলঙ্গ রাস্তায় শুয়ে ক্ষণে ক্ষণে সে যেন উপ্লব্ধি করে ইশ্বরের
উপস্থিতেকে ॥

ইশ্বর পরম করুনাময় ,
কিশোরীকে সে বাঁচিয়ে রাখল , হয়তো -
অন্য কোন এক পৌষের রাতে আবার এই
কিশোরীকে নিয়ে নতুন কোন খেলেয় মগ্ন থাকবে বলে ॥

সুখের আশা

কতকাল আর থাকব বসে আকাশ পানে চেয়ে ,
হে বিধাতা :
স্বর্গরাজ্য ছেড়ে আসি মর্ত্যে কর বাস
আমাদিগের সুখের লাগি -
দূর করে দাও সকল ভয়ের , সকল দঃখ-এাস ॥

সুখের লাগি মর্ত্যভুমে মিছে বাঁধছি আশা ,
ভুল ভেঙ্গে দাও সকল মনের মিথ্যে ভালবাসা -
হে বিধাতা ॥
স্বর্গরাজ্য না ছাড়িলে মর্ত্যেরে কর ক্ষয়
আমাদিগের সুখের লাগি -
ধ্বংস কর সকল স্বপ্ন , করিয়া মর্ত্যের ক্ষয় ॥

ক্ষমা

ক্ষমা কর মোরে হে বিধাতা :
জীবনের তরে করেছি বহু ভুল , গিয়েছি বহু দূরে ,
খুঁজে ফিরেছি মিথ্যে আশা , স্বপ্নের তরী বেয়ে ॥
সত্যরে রাখিয়া এই অভুক্ত প্রাণে , মিথ্যে গেছে ছেঁয়ে ;
ছুটেছি শুধু আঁধারের মাঝে ভ্রান্তি আশ্বাস পেয়ে ॥

জীবনের পুরো পথটি বেয়ে ছুটেছিলাম'ই আমি শুধু।
সত্য সুখের সন্ধান তব পাইনি আমি কভু ॥
আলোর পথের দিশারী তুমি , হে আমাদের প্রভু ;
অধমেরে তুমি করিও ক্ষমা , দিও না ভ্রান্তি শুধু।

অধমের দুঃখ

দেবী ; প্রার্থনা করি তব কর মোরে হরণ
মৃত্যুর স্বাধ লই, সুপ্ত বিজারণ।
পাইব স্বান্তনা তব দেবী হস্তে মরণ
শুনিব না তবে আর যমলক্ষ্মীর গুজ্জরণ॥

লুটিয়া চরণ তোমার স্বর্গ মহিমায়
থাকিব অনন্ত কাল ব্যাপি, তোমার প্রত্যাশায়।
পূজিব তোমায় যত পূজা-আচর্ণায় -
মর্ত্যে'র সুখ হেরিয়া, স্বর্গেরে বাধিয়া বাসায়॥

বিজনকালে জন্মাইয়াছি তব, ধরণী মাতৃক্রোড়ে
অধমে পেয়েছে যাতনা , সুখ নাই মোর কপালে॥
জন্মাবদ্ধী দেবী তরে গেয়েছি যত ভাজন -
মানুষ সকল দেবতা সেজে, দিয়েছে তত লাঞ্জণ॥